نخبة الفكر - ط دار الحديث (ابن حجر العسقلاني)

القسم: علوم الحديث

---

الكتاب: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (مطبوع ملحقا بكتاب سبل السلام)

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)

المحقق: عصام الصبابطي - عماد السيد

الناشر: دار الحديث - القاهرة

الطبعة: الخامسة، 1418 هـ - 1997 م

عدد الأجزاء: 1

تنبيه: المتن مشكول والزيادات [بين معكوفين] هي تعليقات منتخبة من الشرح، وليست من المتن

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

নুখবাতুল ফিকর - দারুল হাদীস সংস্করণ (ইবনু হাজার আল-আসকালানী)

বিভাগ: উলূমুল হাদীস

---

গ্রন্থ: নুখবাতুল ফিকর ফী মুসত্বালাহি আহলিল আসার (সুবুলুস সালাম গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত মুদ্রিত)

লেখক: আবুল ফাদ্বল আহমাদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.)

গবেষণা ও সম্পাদনা: ইসাম আস-সাবাবিতী - ইমাদ আস-সাইয়িদ

প্রকাশক: দারুল হাদীস - কায়রো

সংস্করণ: পঞ্চম, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

খন্ড সংখ্যা: ১

দ্রষ্টব্য: মূলপাঠ স্বরচিহ্নিত এবং [কোটেশনের মধ্যে] যা আছে তা হলো ব্যাখ্যার নির্বাচিত টীকা, মূলপাঠের অংশ নয়

[গ্রন্থের ক্রমবিন্যাস মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

শামিলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ যুলহিজ্জাহ ১৪৩১

---

**نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4**

---

.[نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (مطبوع ملحقا بكتاب سبل السلام) ].

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

عدد الأجزاء: 1

تنبيه: المتن مشكول والزيادات [بين معكوفين] هي تعليقات منتخبة من الشرح، وليست من المتن

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

.[আহলে আসার-এর পরিভাষা বিষয়ক চিন্তাধারার সারসংক্ষেপ (সুবুলুস সালাম কিতাবের পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত) ].

লেখক: আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরী)

প্রকাশক: আরবী ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন প্রকাশনী - বৈরুত

খণ্ডের সংখ্যা: ১

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মূলপাঠ হরকতযুক্ত এবং [দুটি বন্ধনীর মধ্যে] অতিরিক্ত অংশ হলো শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) থেকে নির্বাচিত টীকা, মূলপাঠের অংশ নয়।

[কিতাবের নম্বর মুদ্রিত কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ]

مقدمة

قال الإمام الحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - يرحمه الله تعالى -:

الحمد لله الذي لم يزل عليماً قديراً وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيراً ونذيراً، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.

ভূমিকা

ইমাম হাফিজ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী - আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর রহমত করুন - বলেছেন:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বদা সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। এবং আল্লাহ সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মদের উপর, যাকে তিনি সমস্ত মানুষের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছেন, এবং মুহাম্মদের পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর এবং তাঁদের উপর প্রচুর পরিমাণে শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর:

নিশ্চয়ই হাদিস শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় রচনাগুলি অনেক হয়েছে, এবং সেগুলোকে বিস্তারিত করা হয়েছে ও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং আমার কতিপয় ভাই আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন আমি তার জন্য সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সংক্ষিপ্ত করি। আমি তার অনুরোধে সাড়া দিয়েছি ওই পথগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশায়।

(ص: 721)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

الخبر إما أن يكون له

فأقول: الخبر إما أن يكون له:

* طرق بلا عدد معين.

* أو مع حصر بما فوق الاثنتين.
* أو بهما.
* أو بواحد.
فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه [وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذاب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحسن وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه] .
والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي. [ويطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة]
والثالث: العزيز، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه.
والرابع: الغريب.
وكلها - سوى الأول - آحاد.
وفيها المقبول [وهو ما يجب العمل به عند الجمهور] والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار [كأن يخرج الخبر الشيخان في صحيحهما أو يكون مشهورا وله طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل أو يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا] .

সংবাদটি হয় এমন যে, এর রয়েছে
আমি বলছি: সংবাদটি হয় এমন যে, এর রয়েছে:
* অনির্দিষ্ট সংখ্যক সনদ।
* অথবা এমন সীমিত সংখ্যা, যা দুইয়ের বেশি।
* অথবা দুটি।
* অথবা একটি।
প্রথমটি হলো: মুতাওয়াতির, যা শর্তসাপেক্ষে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে [আর তা হলো এমন বিপুল সংখ্যক রাবী, যাদের মিথ্যা বলার ব্যাপারে একমত হওয়াকে স্বভাবগতভাবে অসম্ভব বলে গণ্য করা হয়। তারা এ হাদিস তাদের মতো রাবীদের থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন

এবং তাদের বর্ণনার উৎস ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। এর সাথে যোগ হয় যে, তাদের সংবাদটি তার শ্রোতার জন্য জ্ঞান উৎপাদনকারী হতে হবে] ।

দ্বিতীয়টি হলো: মাশহুর, যা কোনো কোনো মতে মুস্তাফীদ। [আর মাশহুর এমন কিছুকেও বলা হয় যা মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করে]

তৃতীয়টি হলো: আযীয, এটি সহীহের জন্য শর্ত নয়, যারা এটিকে শর্ত মনে করে তাদের মতের বিপরীত।

চতুর্থটি হলো: গারীব।

আর সবগুলোই - প্রথমটি ব্যতীত - আহাদ।

এবং এর মধ্যে রয়েছে মাকবূল [যা জুমহূরের মতে আমল করা ওয়াজিব] এবং মারদূদ, কারণ প্রথমটি ব্যতীত এগুলোর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ নির্ভর করে এর বর্ণনাকারীদের অবস্থা অনুসন্ধানের উপর। আর এর মধ্যে এমন কিছুও থাকতে পারে যা নির্বাচিত মতানুযায়ী প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান করে [যেমন, যখন শায়খান (বুখারী ও মুসলিম) তাদের সহীহ গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন, অথবা এটি মাশহুর হয় এবং এর বিভিন্ন সনদ দুর্বল রাবী ও ত্রুটিমুক্ত থাকে, অথবা এটি নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ হাফেয ইমামগণ কর্তৃক মুসালসাল হয়, যদি না এটি গারীব হয়] ।



أنواع الحديث

الغرابة

* ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ، [طرفه الذي فيه الصحابي من أول التابعى] ، أَوْ لَا.

فالأول: الفرد المطلق.

والثاني: الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه [كما ان أكثر ما يطلقون الغريب على الفرد النسبي] .

وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ،. [والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى

اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدى منه وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروى من شيخه والمعلل ما فيه علة خفية قادحة والشاذ ما يخالف فيه الراوى من هو ارجح منه]

وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ.

، وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٍ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا [المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح] .

فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ [مع بقية الشروط المتقدمة في الصحيح] : فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ [فيسمى الصحيح لغيره] .

فَإِنْ جُمِعَا [كقول الترمذي حديث حسن صحيح] فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ.

وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا [أي الصحيح والحسن] مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِـ[رواية] مَنْ هُوَ أَوْثَقُ.

فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ، وَ [إن وقعت المخالفة له] مَعَ الضَّعْفِ فَالرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ.

হাদিসের প্রকারভেদ

গারাবাত (একক বর্ণনার বৈশিষ্ট্য)

* অতঃপর, গারাবাত (একক বর্ণনার বৈশিষ্ট্য) হয় সনদের মূলে [অর্থাৎ, সেই অংশে যেখানে সাহাবী বা প্রথম তাবেয়ী থেকে একক বর্ণনাকারী শুরু হয়], অথবা তা নয়।

প্রথমটি হলো: আল-ফার্দুল মুতলাক (পরিপূর্ণ একক)।

দ্বিতীয়টি হলো: আল-ফার্দুন নিসবি (আপেক্ষিক একক)। এর উপর 'ফার্দ' পরিভাষাটি কম প্রয়োগ করা হয় [কারণ তারা সাধারণত 'গরীব' পরিভাষাটি আল-ফার্দুন নিসবির উপরই প্রয়োগ করে থাকে]।

ন্যায়পরায়ণ (আদল), নিখুঁত সংরক্ষণকারী (তাম্মুদ-দাবত), অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত (মুত্তাসিলুস-সানাদ), গোপন ত্রুটিমুক্ত (গায়রে মুআল্লাল) এবং শায (বিচ্ছিন্ন) নয় এমন একক সূত্রে বর্ণিত

হাদীসকে সহীহ লি-জাতিহি (স্বাভাবিকভাবে সহীহ) বলা হয়। [আদল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার এমন একটি সহজাত গুণাবলি রয়েছে যা তাকে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও মুরুওয়াত (মর্যাদাশীলতা) আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করে। তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক, ফিসক (পাপাচারে লিপ্ত হওয়া) বা বিদআত (নবপ্রবর্তিত বিষয়) এর মতো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। দাবত (সংরক্ষণ ক্ষমতা) হলো স্মৃতির সংরক্ষণ (দাবতে সদর), অর্থাৎ যা সে শুনেছে তা এমনভাবে ধারণ করা যাতে যখন ইচ্ছা তা স্মরণ করতে পারে। আর কিতাব সংরক্ষণ (দাবতে কিতাব) হলো, যখন থেকে সে কিতাবটি শুনেছে, তখন থেকে তা বর্ণনা করার পূর্ব পর্যন্ত নিজের কাছে সংরক্ষণ করা। 'তাম্ম' (নিখুঁত) শব্দ দ্বারা এই ক্ষেত্রে উচ্চতর স্তরকে বোঝানো হয়েছে। মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) হলো, যে সনদে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, بحيث তার প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার শায়খের কাছ থেকে বর্ণিত বিষয়টি শুনেছে। মুআল্লাল (ত্রুটিপূর্ণ) হলো, যাতে একটি গোপন ত্রুটি রয়েছে যা হাদীসকে দুর্বল করে দেয়। আর শায (বিচ্ছিন্ন) হলো, যখন একজন বর্ণনাকারী তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে।]

আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর তারতম্যের কারণে এর (সহীহর) স্তর ভিন্ন ভিন্ন হয়।

, এ কারণেই সহীহ বুখারী, অতঃপর সহীহ মুসলিম, অতঃপর তাদের শর্ত পূরণকারী হাদীসকে [অর্থাৎ, সহীহর অন্যান্য শর্তের সাথে তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) বর্ণনাকারীদের মানদণ্ড পূরণকারী হাদীসকে] প্রাধান্য দেওয়া হয়।

যদি সংরক্ষণ ক্ষমতা (দাবত) দুর্বল হয় [তবে সহীহর অন্যান্য পূর্বোক্ত শর্ত বজায় থাকা সত্ত্বেও], তবে তা হলো হাসান লি-জাতিহি (স্বাভাবিকভাবে হাসান)। আর এর একাধিক সনদ থাকার কারণে এটি সহীহ বলে গণ্য হয় [তখন এটিকে সহীহ লি-গায়রিহি (অন্যের কারণে সহীহ) বলা হয়]।

যদি এই দুটি (হাসান ও সহীহ) একত্রিত করা হয় [যেমন তিরমিযীর উক্তি: 'হাদীস হাসান সহীহ'], তবে তা একক বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সংশয়ের কারণে। অন্যথায়, এটি দুটি সনদের ভিত্তিতে বিবেচিত হবে।

এবং তাদের (অর্থাৎ সহীহ ও হাসানের) বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না তা অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর [বর্ণনার] বিরোধী হয়।

যদি অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর দ্বারা বিরোধিতা করা হয়, তবে শক্তিশালীটি হলো মাহফুজ (সুসংরক্ষিত), আর এর বিপরীতটি হলো শায (বিচ্ছিন্ন)। আর [যদি বিরোধিতা ঘটে] দুর্বলতার

সাথে, তবে শক্তিশালীটি হলো মা'রুফ (সুপরিচিত), আর এর বিপরীতটি হলো মুনকার (অস্বীকৃত)।



الفرد النسبي

* وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ [والمتابعة مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي] .

وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ [يروى من حديث صحابي آخر] يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ.

وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ [من الجوامع والمسانيد والأجزاء] لِذَلِكَ [الحديث الذي يظن انه فرد] هُوَ الِاعْتِبَارُ.

আপেক্ষিক একক

* আর আপেক্ষিক একক (ফর্দ নিসবী) হলো: যদি অন্য কোনো রেওয়াত এর সাথে মিলে যায়, তবে তা মুতাবি' [আর মুতাবাআত কেবল সেই সাহাবীর রেওয়াত থেকে হওয়ার সাথে খাস] ।

আর যদি এমন কোনো মাতন [যা অন্য কোনো সাহাবীর হাদিস থেকে বর্ণিত হয়েছে] পাওয়া যায় যা তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে তা শাহীদ।

আর বিভিন্ন ত্বরীক্বাহ (সনদ) পর্যবেক্ষণ করা [জামে', মুসনাদ ও আজযা' গ্রন্থসমূহ থেকে] সেই হাদিসের জন্য [যাকে একক বা ফর্দ বলে ধারণা করা হয়] তা-ই ই'তিবার।

(ص: 722)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

المقبول

* ثُمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ.. وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ: فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ [بغير تعسف] فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ.

أَوْ لَا [يعني: وإن لم يمكن الجمع] وثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ [عرف بالتاريخ] فَهُوَ النَّاسِخُ، وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ.

وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ.

মাকবূল

* এরপর মাকবূল (হাদীস): যদি এটি বিরোধিতা থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে তা হলো মুহকাম। আর যদি এর অনুরূপ কিছু দ্বারা এর বিরোধিতা করা হয়: তবে যদি (অহেতুক কঠোরতা ব্যতিরেকে) উভয়টির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়, তাহলে তা হলো মুখতালিফুল হাদীস। অথবা নয় [অর্থাৎ: যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয়] এবং পরবর্তীটি প্রমাণিত হয় [তারিখ দ্বারা নির্ণীত], তাহলে তা হলো নাসিখ, আর অপরটি হলো মানসূখ।
অন্যথায় তারজীহ, এরপর তাওয়াক্কুফ।

(ص: 722)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

---

المردود

* ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ [من إسناد] أَوْ طَعْنٍ [في راو] .

মরদুদ

* তারপর মরদুদ: হয় তা সাক্বতের (বিচ্যুতির) কারণে [সনদে] অথবা তা'ন-এর (ত্রুটির) কারণে [বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে]।

(ص: 722)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

---

السقط

* فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ [تصرف] أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ. [قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على انه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من [ص: 723] الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال] .

وَالثَّانِي: هُوَ الْمُرْسَلُ.

وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُ، وَإِلَّا فَالْمُنْقَطِعُ. ثُمَّ [إن السقط من الإسناد] قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا.

* فَالْأَوَّلُ: يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّأْرِيخِ..

* والثاني: المدلس [سمى بذلك لكون الراوى لم يسم من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به] ويرد بصيغة تحتمل [وقوع] اللقي: كعن، وقال [فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا] ، وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يلق من حدث عنه [فالفرق بين المدلس والمرسل الخفى أن التدليس يختص بمن روى عمن لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفى] .

সাকত (সনদের বিচ্ছিন্নতা)

* সুতরাং, সাকত (সনদের বিচ্ছিন্নতা) হয় সনদের শুরু থেকে [কোনো হস্তক্ষেপের দরুন] অথবা তাবেঈর পরের অংশ থেকে, অথবা অন্য কোনোভাবে হতে পারে।

প্রথমটি হলো মু'আল্লাক। [ইবনুল সালাহ বলেছেন: যদি এমন কোনো কিতাবে (হাদীস) বিলুপ্তি ঘটে, যা সহীহ হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেমন বুখারী, তাহলে যে হাদীসকে দৃঢ়তা সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রমাণ করে যে, এর সনদ তাঁর (বুখারীর) নিকট প্রমাণিত ছিল এবং এটি কোনো একটি উদ্দেশ্যে [পৃষ্ঠা: ৭২৩] বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর যে হাদীসকে দৃঢ়তা ব্যতীত উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে (অর্থাৎ বিতর্কিত)।]

এবং দ্বিতীয়টি হলো মুরসাল।

এবং তৃতীয়টি: যদি ধারাবাহিকভাবে দুজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হয়, তাহলে তা মু'দাল। অন্যথায় তা মুনকাতি'। তারপর [সনদের এই বিচ্ছিন্নতা] স্পষ্ট হতে পারে অথবা গোপনও হতে পারে।

* প্রথমটি (স্পষ্ট সাকত) অনুধাবন করা যায় সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারা, এবং এ কারণেই তারিখ (সনদের বর্ণনাকারীদের জন্ম-মৃত্যু ও সাক্ষাতের সময়কাল) জানার প্রয়োজন হয়..

* এবং দ্বিতীয়টি (গোপন সাকত) হলো মুদাল্লাস। [এর নামকরণ এমন হয়েছে কারণ রাবী তার শিক্ষককে (যিনি তাকে হাদীস শুনিয়েছেন) নাম উল্লেখ করেননি এবং এমন ব্যক্তির থেকে হাদীসটি শোনার ভান করেছেন যিনি তাকে তা শুনাননি।] এটি এমন শব্দে আসে যা সাক্ষাৎ হওয়ার [সম্ভাবনা] বোঝায়, যেমন 'আন (থেকে) এবং 'ক্বালা' (তিনি বললেন)। [যদি এটি স্পষ্ট এমন শব্দে আসে যা এতে অনুমোদিত নয়, তবে তা মিথ্যা (মিথ্যাচার) বলে গণ্য হবে।]

একইভাবে মুরসাল খাফি (গোপন মুরসাল), যা এমন সমসাময়িক ব্যক্তি থেকে আসে যার থেকে সে বর্ণনা করেছে কিন্তু তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। [সুতরাং, মুদাল্লাস এবং মুরসাল খাফির মধ্যে পার্থক্য হলো যে, তাদলিস ঐ ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট, যে এমন কারো থেকে বর্ণনা করেছে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে (কিন্তু সে শিক্ষককে গোপন করেছে); পক্ষান্তরে, যদি সে তার সমসাময়িক হয় এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা না যায়, তাহলে সেটি হলো মুরসাল খাফি।]



الطعن

* ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان] ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم] ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات] ، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .

فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ

وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.

وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .

وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.

طعن

* অতঃপর টালবাহানা (طعن) হয়: হয়তো বর্ণনাকারীর মিথ্যাচারের কারণে, অথবা এ বিষয়ে তার অভিযুক্ত হওয়ার কারণে, অথবা তার ভুলের মাত্রাতিরিক্ততার কারণে, অথবা তার অমনোযোগিতার কারণে [বিশুদ্ধতা থেকে], অথবা তার ফিসকের (পাপাচার) কারণে, অথবা তার ওয়াহমের (ভ্রান্তি) কারণে [অর্থাৎ সে যেন সন্দেহবশত বর্ণনা করে], অথবা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে তার বিরোধিতার কারণে, অথবা তার অজ্ঞতার কারণে, অথবা তার বিদ'আতের কারণে, অথবা তার দুর্বল স্মৃতির কারণে [অর্থাৎ তার ভুল সঠিকের চেয়ে কম নয়] ।

প্রথমটি: মাওযূ' (বানোয়াট)।

দ্বিতীয়টি: মাতরূক (পরিত্যক্ত)।

তৃতীয়টি: মুনকার (প্রত্যাখ্যাত), একটি মতানুসারে [যারা মুনকারের জন্য বিরোধিতার শর্তারোপ করে না তাদের মতে] ।
এবং অনুরূপভাবে চতুর্থ ও পঞ্চমটি।

(ص: 723)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

الوهم
* ثُمَّ الْوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَ [هو] الْمُعَلَّلُ.

ভ্রম
* অতঃপর ভ্রম: যদি তা পারিপার্শ্বিক আলামত এবং বিভিন্ন সূত্র একত্রিত করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তবে তা মু'আল্লাল।

(ص: 723)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

المخالفة
*ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ [سياق الإسناد] : فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ.
أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ.
أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ [في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة] : فَالْمَقْلُوبُ.
أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ.
أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ: فَالْمُضْطَرِبُ - وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا -
أَوْ بِتَغْيِيرٍ [حروف] مَعَ بَقَاءِ [صورة الخط في] لسِّيَاقِ: فَالْمُصَحَّفُ [في النقط] وَالْمُحَرَّفُ [في الشكل] .
وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي [ومن ثم] فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ.

বিরুদ্ধতা

*অতঃপর বিরুদ্ধতা/ব্যতিক্রম: যদি তা বর্ণনাকারীর ধারাক্রম [ইসনাদের ধারাক্রম] পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়: তাহলে তা মুদরাজুল ইসনাদ।
অথবা মাওকুফকে মারফুর সাথে মিশিয়ে দিলে: তাহলে তা মুদরাজুল মাতন।
অথবা আগে-পিছে করার মাধ্যমে [নামের ক্ষেত্রে, যেমন মাররাহ ইবন কা'ব এবং কা'ব ইবন মাররাহ]: তাহলে তা মাকলুব।
অথবা একজন বর্ণনাকারী বাড়িয়ে দিলে: তাহলে তা আল-মাজিদু ফী মুত্তাসিলিল আসানিদ।
অথবা তা পরিবর্তন করে দিলে, এবং কোনো অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো কারণ না থাকলে: তাহলে তা মুযতারিব - এবং কখনও কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষা করার জন্য এই পরিবর্তন ঘটে থাকে -
অথবা অক্ষরের পরিবর্তন ঘটালে, অথচ লেখ্য রূপের ধারাবাহিকতা [লেখ্য রূপের বিন্যাস] বজায় থাকলে: তাহলে তা মুসাহহাফ [নুকতার ক্ষেত্রে] এবং মুহাররাফ [হরকতের ক্ষেত্রে]।
এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মাতন (মূল পাঠ) পরিবর্তন করা - কমিয়ে অথবা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে - জায়েজ নয়, তবে এমন আলিমের জন্য জায়েজ, যিনি অর্থের বিকৃতি সম্পর্কে অবগত। [আর তাই] যদি অর্থ অস্পষ্ট হয়, তবে গরীব (অপরিচিত শব্দ)-এর ব্যাখ্যা এবং মুশকিল (দুর্বোধ্য বিষয়)-এর স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।



الجهالة
* ثُمَّ الْجَهَالَةُ: وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ [من اسم او كنية أو لقب أو حرفة الخ] فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُوَضِّحَ.
وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الوِحْدَانَ [وهو من لم يرو عنه إلا واحد] ، وَ لَا يُسَمَّى اخْتِصارًا، وَفِيهِ الْمُبْهَمَاتُ، وَلَا يُقْبَلُ الْمُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ فَمَجْهُولُ الْعَيْنِ، أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَلَمْ يُوَثَّقْ: فَمَجْهُولُ الحَالِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ.
ثُمَّ الْبِدْعَةُ: إِمَّا بِمُكَفِّرٍ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ.

فَالْأَوَّلُ: لَا يُقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُورُ [والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد [ص: 724] أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه] .

والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي.

জাহালাত

* অতঃপর জাহালাত (অজ্ঞাততা): এবং এর কারণ হলো যে, বর্ণনাকারীর অনেক গুণাবলি থাকতে পারে [যেমন নাম, কুনিয়াত (উপনাম), লাকাব (খেতাব) বা পেশা ইত্যাদি], ফলে তাকে যে নামে পরিচিত, তা ব্যতীত অন্য নামে কোনো উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়, এবং এ বিষয়ে তারা 'আল-মুওয়াদ্দিহ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

আর বর্ণনাকারী স্বল্প-কথক (মুক্বিল) হতে পারে, ফলে তার থেকে বেশি বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না, এবং এ বিষয়ে তারা 'আল-ওয়িহদান' [তিনি যার থেকে কেবল একজনই বর্ণনা করেছেন] গ্রন্থ সংকলন করেছেন, অথবা সংক্ষিপ্ততার জন্য তার নাম উল্লেখ করা হয় না, এবং এতে মুভহামাত (অস্পষ্ট বর্ণনাকারী) রয়েছে, এবং মুভহাম (অস্পষ্ট) বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি তাকে যদি তা'দীল (প্রশংসা) এর শব্দ দ্বারা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, তবেও অধিকতর বিশুদ্ধ মতে। অতএব, যদি তার নাম উল্লেখ করা হয় এবং তার থেকে কেবল একজন বর্ণনা করেন, তবে তিনি মাজহুলুল-আইন (ব্যক্তিগতভাবে অজ্ঞাত), অথবা দু'জন বা ততোধিক (বর্ণনা করেন), এবং তাকে নির্ভরযোগ্য (মুওয়াচ্ছাক) হিসেবে গণ্য করা হয়নি: তবে তিনি মাজহুলুল-হাল (অবস্থা অজ্ঞাত), এবং তিনিই মাসতূর।

অতঃপর বিদ'আত: হয় কুফরীর কারণ (মুক্বাফিফর) দ্বারা, অথবা ফাসিক্বীর কারণ (মুফাস্সিক্ব) দ্বারা।

প্রথমটির ক্ষেত্রে: জমহূর (অধিকাংশ উলামা) তার অনুসারীর বর্ণনা গ্রহণ করেন না [তবে তাহক্বীক্ব (গভীর বিশ্লেষণ) হলো এই যে, তার বিদ'আতের কারণে প্রত্যেক কাফিরকে প্রত্যাখ্যান করা হয় না কারণ প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তাদের বিরোধীরা বিদ'আতী এবং কখনো কখনো তারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরোধীকে কাফির বলে গণ্য করে সুতরাং নির্ভরযোগ্য (আল-মু'তামাদ) মত হলো [পৃষ্ঠা: ৭২৪] যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে, সে হলো এমন ব্যক্তি যে

শরীয়তের মুতাওয়াতির আছার (দলিল) যা দ্বীনের আবশ্যিক জ্ঞান হিসেবে পরিচিত, তাকে অস্বীকার করে, এবং একইভাবে যে এর বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে]।
আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে: তার বর্ণনা গ্রহণ করা হয়, যদি সে তার বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী না হয়, অধিকতর বিশুদ্ধ মতে, তবে যদি সে এমন কিছু বর্ণনা করে যা তার বিদ'আতকে শক্তিশালী করে, তবে তা নির্বাচিত মতানুযায়ী প্রত্যাখ্যান করা হবে, এবং নাসায়ী'র শাইখ আল-জাওযাক্বানী এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।



سوء الحفظ

* ثُمَّ سُوءُ الْحِفْظِ: إِنْ كَانَ لَازِمًا [للراوى في جميع حالاته] فَهُوَ الشَّاذُّ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ طَارِئًا فَالْمُخْتَلِطُ، وَمَتَى تُوبِعَ سَيِّئُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ [كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه] ، وَكَذَا الْمَسْتُورُ وَالْمُرْسَلُ، وَالْمُدَلَّسُ: صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ، بَلْ بِ [اعتبار] الْمَجْمُوعِ.

স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা

* এরপর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা: যদি [বর্ণনাকারীর সকল অবস্থায়] তা স্থায়ী হয়, তাহলে একটি মতানুযায়ী তা 'শায' (Shādh)। অথবা যদি তা আকস্মিক হয়, তাহলে তা 'মুখতালাত' (Mukhtaliṭ)। এবং যখন দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির বর্ণনা কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস দ্বারা সমর্থিত হয় [যেমন, উৎসটি তার চেয়ে উচ্চতর বা সমমানের হবে, নিম্নমানের নয়], এবং একইভাবে 'মাসতূর' (Mastūr), 'মুরসাল' (Mursal) ও 'মুদাল্লাস' (Mudallas) এর বর্ণনা: তখন তাদের হাদিস 'হাসান' (Ḥasan) হিসেবে গণ্য হয়, তার নিজের কারণে নয়, বরং সামগ্রিক বিবেচনার ভিত্তিতে।

(ص: 724)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

الاسناد

* ثُمَّ الْإِسْنَادُ [وهو الطريق لموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهى إليه الإسناد من الكلام] : إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسِلَّمَ-، تَصْرِيحًا، أَوْ حُكْمًا: مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.

أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ [لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم (1 / 231) يحضر معه مشهدا أو على من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حل الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية ويعرف كون الشخص صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهة أو باخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو باخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان] .

أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ: وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ. .

فَالْأَوَّلُ: الْمَرْفُوعُ، وَالثَّانِي: الْمَوْقُوفُ، وَالثَّالِثُ: الْمَقْطُوعُ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فِيهِ مِثْلُهُ.

وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الْأَثَرُ.

وَالْمُسْنَدُ: مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الْاتِّصَالُ.

فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ [أي عدد رجال السند] : إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-، أَوْ إِلَى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ [كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف] كَشُعْبَةَ [ومالك والشافعي والثوري والبخارى ومسلم ونحوهم] .

فَالْأَوَّلُ: الْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ.

وَالثَّانِي: النِّسْبِيُّ.

وَفِيهِ الْمُوَافَقَةُ: وَهِيَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.

وَفِيهِ الْبَدَلُ: وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ.

وَفِيهِ الْمُسَاوَاةُ: وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الْإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إِلَى آخِرِهِ [آخر [ص: 725] الإسناد] ، مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ.

وفيه المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف [على الوجه المشروح في المساواة] .

ويقابل العلو بأقسامه النزول.

فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي السِّنِّ وَاللُّقِيِّ [الأخذ عن المشايخ] فَهُوَ [رواية] الْأَقْرَانُ.

كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ: فَالْمُدَبَّجُ، وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ دُونَهُ [في السن أو في المقدار] : فَالْأَكَابِرُ عَنِ الْأَصَاغِرِ، وَمِنْهُ الْآبَاءُ عَنِ الْأَبْنَاءِ [والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه] ، وَفِي عَكْسِهِ كَثُرَةٌ، وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. .

وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا، فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ.

وَإِنْ رَوَى عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقِي الْاسْمِ [أو مع اسم الأب أو مع الجد أو مع النسبة] ولم يتميزا، وَلَمْ يَتَمَيَّزَا، فَبِاخْتِصَاصِهِ بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ.

وَإِنْ جَحَدَ مَرْوِيَّهِ جَزْمًا: رُدَّ، أَوْ احْتِمَالًا: قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ.

وفيه: من حدث ونسي.

وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي صِيَغِ الْأَدَاءِ [كسمعت فلانا قال سمعت فلانا الخ] وَ غَيْرَهَا مِنَ الْحَالَاتِ [كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان الخ] ، فَهُوَ الْمُسَلْسَلُ.

ইসনাদ

* অতঃপর ইসনাদ [এটি এমন একটি পথ যা মাতান (মূল পাঠ)-এ পৌঁছায়, আর মাতান হলো সেই বক্তব্য যার শেষ প্রান্তে ইসনাদ সমাপ্ত হয়] : হয় তা শেষ হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত, স্পষ্টভাবে অথবা পরোক্ষভাবে (হুকমী): তাঁর কথা, তাঁর কাজ বা তাঁর অনুমোদন (তাকরির) থেকে।

অথবা অনুরূপভাবে সাহাবী পর্যন্ত, আর তিনি হলেন: যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান অবস্থায়, এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, যদিও মাঝখানে মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে, এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত। [এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই যে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য অবলম্বন করেছেন এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন অথবা তাঁর পতাকাতলে শাহাদাত বরণ করেছেন, তার

মর্যাদা সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি যিনি তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেননি বা তাঁর সাথে কোনো ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না, অথবা যিনি তাঁর সাথে সামান্য কথা বলেছেন বা অল্প হেঁটেছেন, বা দূর থেকে দেখেছেন, অথবা শৈশবে দেখেছেন। যদিও সাহাবিয়াতের সম্মান সকলের জন্য অর্জিত হয়। আর যাদের মধ্যে তাঁর থেকে কোনো শ্রুতি নেই, তাদের হাদিস বর্ণনার দিক থেকে মুরসাল। আর কোনো ব্যক্তির সাহাবী হওয়া নিশ্চিত হয় তাওয়াতুর, ইসতিফাদাহ, শুহরাহ (প্রসিদ্ধি), অথবা কিছু সাহাবীর সংবাদ, অথবা কিছু নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর সংবাদ, অথবা ব্যক্তির নিজের সংবাদ দ্বারা যে সে সাহাবী, যদি তার এই দাবি সম্ভবপর হয়।]

অথবা তাবেয়ী পর্যন্ত: আর তিনি হলেন: যিনি অনুরূপভাবে সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছেন। .

প্রথমটি: মারফূ', দ্বিতীয়টি: মাওকূফ, তৃতীয়টি: মাকতূ', আর তাবেয়ীর নিচের স্তরের ক্ষেত্রেও এটি অনুরূপ।

শেষ দু'টিকে বলা হয়: আল-আসার।

আর মুসনাদ হলো: এমন সাহাবীর মারফূ' বর্ণনা, যার সনদ বাহ্যিকভাবে অবিচ্ছিন্ন।

যদি এর সংখ্যা কম হয় [অর্থাৎ সানাদের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা] : হয় তা শেষ হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত, অথবা উচ্চ গুণসম্পন্ন কোনো ইমাম পর্যন্ত [যেমন হিফজ (স্মৃতিশক্তি), ফিকহ, জাবত (সংরক্ষণ) ও তাসনীফ (গ্রন্থ রচনা)] যেমন শু'বা [এবং মালিক, শাফেঈ, সাওরী, বুখারী, মুসলিম এবং তাদের মতো অন্যান্যরা]।

প্রথমটি: আল-উলুউল মুতলাক (পরম উচ্চতা)।

দ্বিতীয়টি: আন-নিসবী (আপেক্ষিক উচ্চতা)।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আল-মুওয়াফাকাহ: আর এটি হলো মুসান্নিফীনদের (গ্রন্থ প্রণেতা) কোনো একজনের শাইখ পর্যন্ত তার নিজের সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো পথে পৌঁছানো।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আল-বাদাল: আর এটি হলো অনুরূপভাবে তার (মুসান্নিফের) শাইখের শাইখ পর্যন্ত পৌঁছানো।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আল-মুসাওয়াত: আর এটি হলো বর্ণনাকারী থেকে ইসনাদের শেষ পর্যন্ত ইসনাদের সংখ্যার সমতা [ইসনাদের শেষ [ص: 725]] , মুসান্নিফীনদের কারো ইসনাদের সাথে।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো আল-মুসাফাহাহ: আর এটি হলো সেই মুসান্নিফের ছাত্রের (ইসনাদের) সাথে সমতা [আল-মুসাওয়াত-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে]।

আল-উলু এর বিভিন্ন প্রকারের বিপরীতে রয়েছে আন-নুযুল (নিম্নতা)।

যদি বর্ণনাকারী এবং যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, উভয়ই বয়স ও সাক্ষাতে (শ্রবণে) সমান হয় [শাইখদের থেকে জ্ঞান অর্জন] তবে তা হলো [বর্ণনা] আল-আকরান (সমবয়সীদের বর্ণনা)।
যদি তাদের প্রত্যেকে একে অপরের থেকে বর্ণনা করে: তবে তা আল-মুদাব্বাজ। আর যদি সে তার চেয়ে নিম্নস্তরের কারো থেকে বর্ণনা করে [বয়সে বা মর্যাদায়] : তবে তা হলো আল-আকাবির আনিল আসাগির (বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে বয়োকনিষ্ঠদের বর্ণনা)। এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো পিতার তার পুত্রদের থেকে বর্ণনা [এবং সাহাবীদের তাবেয়ীদের থেকে বর্ণনা এবং শাইখের তার ছাত্রের থেকে বর্ণনা], আর এর বিপরীতটি (কনিষ্ঠদের বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে বর্ণনা) অধিক। এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো যে তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছে। .
আর যদি দুজন একজন শাইখ থেকে বর্ণনা করে, এবং তাদের একজনের মৃত্যু আগে হয়, তবে তা হলো: আস-সাবিক ওয়াল-লাহিক (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী)।
আর যদি সে একই নামের দুইজনের থেকে বর্ণনা করে [অথবা পিতার নাম বা দাদার নাম বা নিসবত সহ], এবং তারা (পরস্পর থেকে) আলাদা না হয়, এবং তারা আলাদা না হয়, তবে তাদের একজনের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক দ্বারা আল-মুহমাল (অস্পষ্ট) স্পষ্ট হয়।
আর যদি সে তার বর্ণিত বিষয়কে নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করে: তবে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। অথবা যদি সম্ভাব্যভাবে (অস্বীকার করে): তবে তা গৃহীত হয়, এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত।
এর অন্তর্ভুক্ত: যিনি বর্ণনা করেছেন এবং ভুলে গেছেন।
আর যদি বর্ণনাকারীরা বর্ণনার পদ্ধতিগত শব্দগুলোতে ঐক্যবদ্ধ হয় [যেমন, আমি অমুককে বলতে শুনেছি যে, সে অমুককে বলতে শুনেছে ইত্যাদি] অথবা অন্য কোনো অবস্থায় [যেমন, আমি অমুককে বলতে শুনেছি যে, সে আল্লাহর কসম করে বলে, অমুক আমাকে বর্ণনা করেছে ইত্যাদি], তবে তা হলো আল-মুসালসাল।



صيغ الأداء
* وَصِيَغُ الْأَدَاءِ: سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي، ثُمَّ أَخْبَرَنِي، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثُمَّ أَنْبَأَنِي، ثُمَّ نَاوَلَنِي، ثُمَّ شَافَهَنِي. ثُمَّ كَتَبَ إِلَيَّ، ثُمَّ عَنْ، وَنَحْوَهَا. [من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا هذا مثل قال وذكر وروى] .

فَالْأَوَّلَانِ [سمعت وحدثنى] : لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، فَإِنْ جَمَعَ فَمَعَ غَيْرِهِ [وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة] ، (1 / 232) وأولها: وَأَوَّلُهَا: أَصْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا [مقدارا ما يقع] فِي الْإِمْلَاءِ

وَالثَّالِثُ [أخبرني] ، وَالرَّابِعُ [قرأت] : لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ جَمَعَ: فَكَالْخَامِسِ.

وَالْإِنْبَاءُ: بِمَعْنَى الْإِخْبَارُ.

إِلّا فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِرِينَ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ كَعَنْ، وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ إِلَّا مِنْ مُدَلِّسٍ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا -وَلَوْ مَرَّةً-، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمُتَلَفَّظُ بِهَا، و [كذا] الْمُكَاتَبَةُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا، وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ الْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانُهَا بِالْإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ.

وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، والوصية بالكتاب وفي الإعلام [أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأننى أروى الكتاب الفلانى عن فلان] ، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.

আদায়ের পদ্ধতিসমূহ

* আদায়ের পদ্ধতিসমূহ হলো: 'সামি'তু' (আমি শুনেছি) ও 'হাদ্দাসানী' (তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন), অতঃপর 'আখবারানী' (তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন), এবং 'কারা'তু 'আলাইহি' (আমি তাঁর নিকট পড়েছি), অতঃপর 'কুরিআ 'আলাইহি ওয়া আনা আসমাউ' (তাঁর নিকট পড়া হয়েছে এবং আমি শুনছিলাম), অতঃপর 'আনবা'আনী' (তিনি আমাকে অবহিত করেছেন), অতঃপর 'নাওয়ালাণী' (তিনি আমাকে দিয়েছেন), অতঃপর 'শাফাহানী' (তিনি আমাকে মুখে মুখে বলেছেন)। অতঃপর 'কাতাবা ইলাইয়া' (তিনি আমার কাছে লিখেছেন), অতঃপর 'আন' (অমুক থেকে), এবং এ ধরনের অন্যান্য। [এগুলি সামা' (শ্রবণ), ইজাযাহ (সনদ), এবং শোনা না যাওয়ার সম্ভাব্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে পড়ে; যেমন 'ক্বালা' (তিনি বলেছেন), 'যাকারা' (তিনি উল্লেখ করেছেন) এবং 'রওয়া' (তিনি বর্ণনা করেছেন)।]

প্রথম দুটি [অর্থাৎ 'সামি'তু' ও 'হাদ্দাসানী'] হলো তার জন্য, যে শায়খের নিজ মুখ থেকে একা শুনেছে। যদি বহুবচন ব্যবহার করা হয়, তবে তা অন্যদের সাথে শোনার ক্ষেত্রে [এবং 'নুন' (نون) আযমাত (মহিমা) বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে, তবে খুব কম]। (১/২৩২) এবং এগুলির মধ্যে প্রথমটিই: সবচেয়ে স্পষ্ট এবং ইমলা (শ্রুতলিপি)-তে [যা ঘটে তার] সবচেয়ে উচ্চতর [মর্যাদার দিক থেকে]।

তৃতীয়টি [অর্থাৎ 'আখবারানী'] এবং চতুর্থটি [অর্থাৎ 'কারা'তু'] তার জন্য, যে নিজে পড়েছে। যদি বহুবচন ব্যবহার করা হয়, তবে তা পঞ্চমটির মতো।

'আল-ইনবা' (অবহিতকরণ): 'আল-ইখবার' (খবর দেওয়া) এরই সমার্থক।

তবে মুতাআখ্খিরীন (পরবর্তী আলেমগণ)-এর পরিভাষায়, এটি 'আন' (অমুক থেকে)-এর ন্যায় ইজাযাহ (সনদ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং সমসাময়িক ব্যক্তির 'আন'আনাহ' (আ'ন শব্দ দ্বারা বর্ণনা) সামা' (শ্রবণ) হিসেবে গণ্য হবে, তবে যদি মুদাল্লিস (দোষ গোপনকারী) হয় সে ভিন্ন কথা। এবং বলা হয়েছে: তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ -যদিও একবারের জন্য হয়-

প্রমাণিত হওয়া শর্ত, এবং এটিই মনোনীত মত। এবং তারা মৌখিক ইজাযাহ-এর ক্ষেত্রে 'মুশাফাহাহ' (মুখে মুখে বর্ণনা) এবং লিখিত ইজাযাহ-এর ক্ষেত্রে [অনুরূপভাবে] 'মুকাতাবাহ' (লিখিত বর্ণনা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং 'মুনাওয়ালাহ' (হস্তান্তর)-এর শুদ্ধতার জন্য তারা শর্তারোপ করেছেন যে, এর সাথে বর্ণনার অনুমতি যুক্ত থাকতে হবে, আর এটি ইজাযাহ-এর সর্বোচ্চ প্রকার।

অনুরূপভাবে, তারা 'আল-উজাদাহ' (লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি), 'আল-ওয়াসিয়্যাতু বিল-কিতাব' (গ্রন্থের ওসিয়ত), এবং 'আল-ই'লাম' (অবহিতকরণ)-এর ক্ষেত্রে অনুমতিকে শর্তারোপ করেছেন [যে, শায়খ কোনো একজন ছাত্রকে জানাবেন যে, 'আমি অমুক থেকে অমুক কিতাব বর্ণনা করি']। অন্যথায়, সাধারণ ইজাযাহ, অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য, এবং অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য (এসবের মতো) এর কোনো মূল্য নেই, এসবের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে।

(ص: 725)نخبة الفكر - ط دار الحديث - جـ 4

---

الرواة

* ثُمَّ الرُّوَاةُ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا، وَاخْتُلِفَتْ أَشْخَاصُهُمْ: فَهُوَ الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ، وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا، وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا: فَهُوَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ.

وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ وَاخْتَلَفَتِ الْآبَاءُ، أَوْ بِالْعَكْسِ: فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ، وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ [ص: 726] الِاتِّفَاقُ فِي الِاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي النِّسْبَةِ، وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا أَنْ يَحْصُلَ الِاتِّفَاقُ أَوِ الِاشْتِبَاهُ إِلَّا فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ [كمحمد بن سنان ومحمد بن سيار وعبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد].

أَوْ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ [كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وأيوب بن سيار وأيوب بن يسار].

রাবীগণ

* অতঃপর রাবীগণ যদি তাদের নাম, এবং তাদের পিতাদের নাম ও তদূর্ধ্ব (উর্ধ্বতন পুরুষদের নাম) এক হয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তি সত্তা ভিন্ন হয়: তবে তা হলো আল-মুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক। আর যদি নামগুলো লিপিগতভাবে এক হয়, কিন্তু উচ্চারণগতভাবে ভিন্ন হয়: তবে তা হলো আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ।

আর যদি নামগুলো এক হয় এবং পিতাদের নাম ভিন্ন হয়, অথবা এর বিপরীত হয়: তবে তা হলো আল-মুতাশাবিহ। এবং তেমনিভাবে, যদি সেই [পৃষ্ঠা: ৭২৬] একত্ব ব্যক্তিগত নাম ও পিতার নামে হয়, কিন্তু নিসবাত (বংশপরিচয়/সম্পর্ক) ভিন্ন হয়, তাহলে এর থেকে এবং এর পূর্ববর্তী

প্রকারগুলো থেকে বিভিন্ন উপ-প্রকার গঠিত হয়: তন্মধ্যে একটি হলো যে, এক বা দু'টি অক্ষর ব্যতীত (বাকি অংশ) এক বা সদৃশ হয় [যেমন: মুহাম্মাদ ইবনে সিনান ও মুহাম্মাদ ইবনে সায়্যার এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ] ।
অথবা অগ্র-পশ্চাৎ (বিন্যাস) দ্বারা অথবা এ জাতীয় কিছু দ্বারা [যেমন: আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ও ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ এবং আইয়ুব ইবনে সায়্যার ও আইয়ুব ইবনে ইয়াসার] ।



خاتمة

وَمِنَ الْمُهِمِّ: مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ [الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ] وَمَوَالِيدِهِمْ، وَوَفِيَاتِهِمْ، وَبُلْدَانِهِمْ، وَأَحْوَالِهِمْ تَعْدِيلًا وَتَجْرِيحًا وَجَهَالَةً.

وَمَرَاتِبُ الْجَرْحِ: وَأَسْوَؤُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ، كَأَكْذَبِ النَّاسِ، ثُمَّ دَجَّالٍ، أَوْ وَضَّاعٍ، أَوْ كَذَّابٍ.

وَأَسْهَلُهَا: لَيِّنٌ، أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ.

وَمَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ: وَأَرْفَعُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ: كَأَوْثَقِ النَّاسِ، ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ: كَشَيْخٍ، وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مُبَيِّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ، فَإِنْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ قُبِلَ مُجْمَلًا عَلَى الْمُخْتَارِ.

উপসংহার

এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো: বর্ণনাকারীদের স্তরসমূহ [তাদের পরিভাষায় 'তাবাকাহ' হলো এমন একটি দল, যারা বয়স ও শায়খদের সাথে সাক্ষাতে অভিন্ন ছিল] জানা, তাদের জন্মতারিখ, মৃত্যুতারিখ, বাসস্থান এবং তাদের অবস্থা—তা'দীল (প্রশংসা), তাজরীহ (সমালোচনা) ও জাহালাতের (অজ্ঞাত অবস্থা) ক্ষেত্রে।

এবং তাজরীহ-এর স্তরসমূহ: তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো 'আফ'আল' (অতিশয়োক্তি) দ্বারা বর্ণনা করা, যেমন 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মিথ্যুক', তারপর 'দাজ্জাল' (মহা প্রতারক), অথবা 'ওয়াদ্বা'' (জালিয়াত), অথবা 'কাযযাব' (মহা মিথ্যাবাদী)।
এবং তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ হলো: 'লাইয়িন' (নরম), অথবা 'সাইয়্যি আল-হিফজ' (স্মৃতিশক্তি দুর্বল), অথবা 'ফিহি মাকাল' (তার ব্যাপারে কথা আছে)।
এবং তা'দীল-এর স্তরসমূহ: তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হলো 'আফ'আল' দ্বারা বর্ণনা করা: যেমন 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত', তারপর যা এক বা দুটি গুণ দ্বারা নিশ্চিত হয়, যেমন 'সিকাহ সিকাহ' (বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত), অথবা 'সিকাহ হাফিয' (বিশ্বস্ত, হাফিয)। এবং তার মধ্যে সর্বনিম্ন হলো যা সহজতম তাজরীহ-এর কাছাকাছি বোঝায়: যেমন 'শায়খ'। এবং তাযকিয়াহ (প্রশংসা) তার কারণ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য, যদিও তা একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয়, সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী।
এবং তাজরীহকে তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যদি তা এর কারণ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি কর্তৃক স্পষ্টভাবে (কারণসহ) প্রকাশিত হয়। অতঃপর (যদি বর্ণনাকারীর ব্যাপারে) কোনো তা'দীল না থাকে, তবে নির্বাচিত মত অনুযায়ী সামগ্রিক তাজরীহও গৃহীত হয়।



فصل معرفة الكنى وغيرها

وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ كُنَى الْمُسَمِّينَ، وَأَسْمَاءِ الْمُكَنِّينَ، وَمَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَمَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ أَوْ نُعُوتُهُ، وَمَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ [كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق] .

أَوْ بِالْعَكْسِ [كإسحاق بن ابي إسحاق] ، أَوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةُ زَوْجَتِهِ [كأبي أيوب وأم أيوب] ، وَمَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ إِلَى أُمِّهِ، أَوْ إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ [كالحداد نسب إلى الحدادة لأنه كان يجالس الحدادين] ، وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، أَوْ [اسمه و] اسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا

وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ [كالبخاري روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج] .

وَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُفْرَدَةِ [التي لم يسم بها إلا واحد] ، وَالْكُنَى [المجردة] ، وَالْأَلْقَابِ، وَالْأَنْسَابِ، وَتَقَعُ إِلَى الْقَبَائِلَ وَالْأَوْطَانِ، بِلَادًا، أَوْ ضَيَاعًا أَوْ سِكَكًا، أَوْ مُجَاوِرَةً. وَإِلَى الصَّنَائِعَ وَالْحِرَفِ، وَيَقَعُ فِيهَا الْاتِّفَاقُ وَالْاشْتِبَاهُ كَالْأَسْمَاءِ، وَقَدْ تَقَعُ أَلْقَابًا. [كخالد بن محمد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها] .

وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ، وَمَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى، وَمِنْ أَسْفَلِ، بِالرِّقِ، أَوْ بِالْحَلِفِ [أو بالاسلام] ، وَمَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.

وَمَعْرِفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ، وَسِنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ [الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز وسن الأداء يقدر بالاحتياج والتأهيل [ص: 727] لذلك] ، وَصِفَةِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَعَرْضِهِ، وَسَمَاعِهِ، وَإِسْمَاعِهِ، والرِّحْلَةِ فِيهِ، وَتَصْنِيفِهِ، إِمَّا عَلَى الْمَسَانِيدِ، أَوْ الْأَبْوَابِ، أَوْ الْعِلَلِ [فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته] ، أَوْ الْأَطْرَافِ [فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة] .

وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ، وصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ.

وَهِيَ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ، فَلْتُرَاجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتِهَا.

وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِي، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. .

কুনিয়াত (উপনাম) ও অন্যান্য জানার পরিচ্ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে তাদের কুনিয়াত (উপনাম) জানা যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তাদের নাম জানা যাদের কুনিয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যার নামই তার কুনিয়াত, এবং যার কুনিয়াত নিয়ে মতভেদ রয়েছে, এবং যার অনেক কুনিয়াত বা উপাধি (নত) রয়েছে, এবং যার কুনিয়াত তার পিতার নামের সাথে মিলে যায় [যেমন: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইসহাক]।

অথবা এর বিপরীত [যেমন: ইসহাক ইবনে আবি ইসহাক], অথবা যার কুনিয়াত তার স্ত্রীর কুনিয়াতে মিলে যায় [যেমন: আবু আইয়ুব ও উম্মু আইয়ুব], এবং যাকে তার পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, অথবা তার মাতার দিকে, অথবা এমন কিছুর দিকে যা প্রথম ধারণায়

আসে না [যেমন: আল-হাদ্দাদকে হাদ্দাদাহর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে কারণ তিনি কামারদের সাথে মেলামেশা করতেন], এবং যার নাম, তার পিতার নাম ও দাদার নাম একই রকম, অথবা [তার নাম এবং] তার শাইখের নাম ও তার শাইখের শাইখের নাম এবং তার ঊর্ধ্বতনদের নাম একই রকম।

এবং যার শাইখের নাম এবং তার থেকে বর্ণনাকারীর (শিক্ষার্থীর) নাম একই রকম [যেমন: বুখারী, তিনি মুসলিম ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন]।

এবং সাধারণ ও একক নামসমূহ জানা [যে নামে কেবল একজনকেই নামকরণ করা হয়েছে], এবং কুনিয়াতসমূহ [সাধারণ], এবং উপাধিসমূহ (আলকাব), এবং বংশসূত্রসমূহ (আনসাব), যা গোত্র এবং জন্মভূমির সাথে সম্পর্কিত হয়, দেশ হিসেবে, অথবা গ্রাম হিসেবে, অথবা গলি/রাস্তা হিসেবে, অথবা প্রতিবেশী হিসেবে। এবং শিল্প ও পেশার সাথে (সম্পর্কিত), এবং এগুলোতেও নামের মতো সাদৃশ্য ও বিভ্রান্তি ঘটে, এবং কখনো কখনো এগুলো উপাধি হিসেবেও আসে। [যেমন: খালিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কিত্বওয়ানি যিনি কুফী ছিলেন এবং তাকে আল-কিত্বওয়ানি উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি এতে অসন্তুষ্ট হতেন]।

এবং এগুলোর কারণসমূহ জানা, এবং মাওয়ালী (আশ্রিত)দের জানা, উচ্চতর দিক থেকে এবং নিম্নতর দিক থেকে, দাসত্বের মাধ্যমে, অথবা চুক্তির মাধ্যমে [অথবা ইসলামের মাধ্যমে], এবং ভাই ও বোনদের জানা।

এবং শাইখ ও শিক্ষার্থীর শিষ্টাচার জানা, এবং হাদীস গ্রহণের বয়স (তাহাম্মুল) ও বর্ণনা করার বয়স (আদা) [সবচেয়ে সঠিক হলো, তাহাম্মুলের বয়সকে বিবেচনা করা হয় ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা (تمييز) দ্বারা, আর আদায়ের বয়স নির্ধারিত হয় প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে **[পৃ: ৭২৭]**], এবং হাদীস লেখার ও উপস্থাপনের পদ্ধতি, এবং তা শ্রবণের, এবং তা শোনানোর, এবং এর জন্য সফর করার, এবং এর শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি, হয় মুসনাদ পদ্ধতিতে, অথবা বাব (অধ্যায়) পদ্ধতিতে, অথবা ইলাল (ত্রুটি) পদ্ধতিতে [এতে মতন (মূলপাঠ) ও তার সনদসমূহ উল্লেখ করা হয় এবং বর্ণনাকারীদের মতভেদ স্পষ্ট করা হয়], অথবা আতরাফ (অংশবিশেষ) পদ্ধতিতে [এতে হাদীসের সেই অংশ উল্লেখ করা হয় যা তার বাকি অংশের ইঙ্গিত দেয় এবং তার সনদসমূহ একত্রিত করা হয়, হয় বিশদভাবে অথবা নির্দিষ্ট কিতাবসমূহের দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখে]।

> এবং হাদীসের কারণ (সবব) জানা, এবং কাজী আবু ইয়া'লা ইবনে আল-ফাররার কিছু শাইখ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তারা এই প্রকারগুলোর অধিকাংশই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং এগুলো নিছক বর্ণনা, যার সংজ্ঞা স্পষ্ট, যা উদাহরণের মুখাপেক্ষী নয়, এবং এগুলোর গণনা করা কঠিন। অতএব, এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য এর গ্রন্থাবলী দেখতে হবে।
> এবং আল্লাহই তাওফীকদাতা ও হেদায়েতদাতা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।